আজকের কাগজ

তারিখ 02 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

143

সুলতান আল নাহিয়ান সরকারি স্কুলের অভ্যন্তরে

১৮ মাস ধরে শিক্ষকরা বেতন ভাতা পাচ্ছে না

আনিসুল হক শামা ঃ চট্টগ্রাম জেলার ডবলমুরিং থানাধীন সুলতান আল্ নাহিয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা '৯১ সালের নভেম্বর মাস হতে বেতন, বোনাস এবং শান্তি বিনোদন বোনাস হতে বঞ্চিত। দীর্ঘ ১৮ মাস ধরে বেতন-ভাতা হতে বঞ্চিত এসব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভিযোগে জানা যায়, একই বিদ্যালয়ে কর্মরত প্রধান শিক্ষক তার বেতন-ভাতাদি ঠিকমতোই পাচ্ছেন। বেতন না পাওয়ার কারণ হিসেবে তারা জানতে পারেন প্রাথমিক বিদ্যালয়টির জন্যে নাকি সরকারি অনুদান নেই। এখানে কর্মরত শিক্ষিকাদের প্রায় সবাই ১০ হতে ২০ বছর ধরে সরকারি চাকরি করেন। যে বিদ্যালয়ে কোনো অনুদান নেই সেখানে তাদেরকে কেন বদলি করা হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নীরব। শুধু তাই নয়, এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এরশাদ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে নাম পরিবর্তন করে 'এরশাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' রাখা হয়। বর্তমান সরকারের সময়ে '৯২ সালের আগস্ট মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে পুনরায় পূর্বের নাম সুলতান আল নাহিয়ান প্রাথমিক বিদ্যালয় রাখা হয়। শিক্ষকদের বক্তব্য বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তনে সরকারের সচেতন দৃষ্টি রয়েছে অথচ '৯১ সালের জুলাই মাস থেকে শিক্ষকরা যে বেতন- ভাতাদি পাচ্ছেন না এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সচেতন দৃষ্টি নেই।

এ বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক-শিক্ষিকারা সরকারি নির্দেশক্রমে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বদলি হয়ে এখানে কাজে যোগদান করেন এবং ২/৩ মাস প্রেষণে বেতন পাওয়ার পর তাদের বেতন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

এ ব্যাপারে তারা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক
উপ-পরিচালক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং পরিচালক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, ঢাকাকে অবগত করেন। এছাড়া চট্টগ্রামের উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা এটিএম হোসাইন চৌধুরীকেও অবগত করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবস্থার কোনো উন্নতি ঘটেনি।

তাদের অভিযোগ, এ অবস্থার সুযোগে প্রধান শিক্ষক বাবুল কুমার বিশ্বাস শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে মাথাপিছু দু'হাজার টাকা করে মোট ১৮ হাজার টাকা দিয়ে অনুদানের বিষয়টি নিষ্পত্তি করবেন বলে সাত/আট মাস আগে সুকৌশলে গ্রহণ করেন। এখন পর্যন্ত বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়ায় তারা প্রধান শিক্ষককে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে তিনি তাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার শুরু করেন। এমনকি তাদের বিভিন্ন জায়গায় বদলি, চাকরিচ্যুতি ইত্যাদির ভয় দেখান।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও থানা শিক্ষা কর্মকর্তাও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে উল্লেখিত ১৮ হাজার টাকা রিটেনশন অর্ডার করিয়ে দেয়ার জন্যে প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে গ্রহণ করেন বলেও তারা অভিযোগ করেন।

গত জানুয়ারি মাসে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ঢাকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবদুল আজিজ তদন্ত করার জন্যে গেলে শিক্ষক/শিক্ষিকারা এ ব্যাপারে কেন প্রকৃত ঘটনা তাঁর কাছে উল্লেখ করেছেন এবং পুনরায় এ ধরনের কোনো লিখিত পদক্ষেপ যদি শিক্ষক-শিক্ষিকারা নেন তবে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে বলেও প্রধান শিক্ষক, থানা জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন।

তাদের অভিযোগ, সাময়িক বরখাস্তকৃত আসামী শিক্ষিকা জেলে আছেন। অথচ এই শিক্ষিকাকে ডবলমুরিং, চাঁন্দগাঁও, বন্দর এবং কোতোয়ালী থানায় বদলি দেখিয়ে আসামী শিক্ষিকার বেতন তোলা হচ্ছে। এ ব্যাপারেও সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্যে তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানান।